এই সময়
সংবাদপত্র

# ধনঞ্জয় মামলায় পুনর্তদন্তের দাবি

এই সময়: বারো বছর আগে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের ফাঁসির সময়ে বিতর্ক কিছু কম হয়নি। শেষ দিন পর্যন্ত ধনঞ্জয় নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছিলেন। তাঁর পরিজনেদেরও ছিল একই দাবি। নাগরিক সমাজের একাংশের মনেও প্রশ্ন ছিল, গরিব বলেই কি বিনা অপরাধে ফাঁসিতে ঝুলতে হল তাঁকে। সেই সংশয়, প্রশ্নগুলো আরও তীব্র হয়েছে শিক্ষক-সমাজকর্মী দেবাশিস সেনগুপ্ত, প্রবাল চৌধুরী, পরমেশ গোস্বামীর দীর্ঘ অনুসন্ধানে। তদন্ত ও বিচারে গুরুতর ত্রুটি, ফাঁকগুলো বিশদে তাঁরা তুলে ধরেছেন সদ্য প্রকাশিত 'আদালত মিডিয়া সমাজ এবং ধনঞ্জয়ের ফাঁসি' গ্রন্থে। গত ১১ অগস্ট বইটির প্রকাশ অনুষ্ঠানেই শুরু হয়েছিল ধনঞ্জয় মামলার পুনর্বিচার-পুনর্তদন্তের দাবিতে সই-সংগ্রহ। অনলাইনেও স্বাক্ষর সংগ্রহ চলে। বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে প্রায় হাজার মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র পেশ করা হল। যেহেতু তদন্ত চালিয়েছিল রাজ্য সরকারেরই অধীনে কলকাতা পুলিশ এবং ফাঁসির আদেশও কার্যকর করে রাজ্য প্রশাসনই—তাই তাদেরই পুনর্তদন্তের দায়িত্ব নিতে হবে, এমনই দাবি স্বাক্ষরকারীদের। অতীতের বহু মামলার পুনর্তদন্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার গত কয়েক বছরে একাধিক কমিশন গড়েছেন। এই প্রেক্ষিতে স্বাক্ষরকারীদের দাবি, ধনঞ্জয় মামলার মতো বহু-চর্চিত ও বিতর্কিত বিষয়েও সত্য উদ্ঘাটনে উদ্যোগী হোন মুখ্যমন্ত্রী। গত মার্চে একই দাবিতে ধনঞ্জয়ের গ্রাম বাঁকুড়ার ছাতনার নাগরিক সমিতিও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গণস্বাক্ষরিত স্মারকলিপি পেশ করেছে। নাগরিক সমাজের একাংশের মধ্যে আদালতে কড়া নাড়ার ভাবনাও চলছে।